তারিখ ... 30 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...১৬...

দৈনিক
ইত্তেফাক

মানসম্মত শিক্ষাই চ্যালেঞ্জ

বাজেট নিয়ে গোলটেবিল আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, এবারের বাজেটে সহানুভূতি আসছে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন এটা কাজে লাগাতে হবে। এ খাতে বরাদ্দের টাকা খরচ করতে হবে। আমরা আশাবাদী বরাদ্দের সব টাকাই খরচ করতে পারবো। গতকাল রবিবার রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিক্ষায় বিনিয়োগ: প্রাকবাজেট ভাবনা' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা বলেন। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক এবং ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি এ বৈঠকের আয়োজন করে।

মন্ত্রী বলেন, আগামী বাজেটে অর্থমন্ত্রী শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানোর কথা বলেছেন। আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ মানসম্পন্ন শিক্ষা উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সংখ্যাগত দিক দিয়ে শিক্ষায় যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়েছে। তিনি বলেন, অংক, ইংরেজি, বিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলোতে মেধাবী শিক্ষক দিয়ে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া হয়েছে। আর এর ফলেই শিক্ষার্থীরা বেশি পাস করছে।

কোচিংয়ের সমালোচনা করে নটরডেম ইউনিভার্সিটির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা বলেন, শিক্ষকরা ক্লাসে পড়ান না বলেই শিক্ষার্থীরা কোচিংয়ে যান। এটা একটা ব্যাধির মতো হয়ে গেছে। কোচিং সেন্টারগুলো প্রশ্ন ফাঁসের মতো কাজের সঙ্গেও জড়িত।

ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ডা. মোহাম্মদ মুসা বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে মানুষ এগিয়ে আসছে। সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে। এমনকি যারা হতদরিদ্র তারাও ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষায় বিনিয়োগ করছে। এখন এই শিক্ষাকে সময়োপযোগী করতে হবে। গুণগত মান বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দিতে হবে।

বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ। তিনি বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থনীতির আকার সম্প্রসারণ এবং মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মোট বাজেটে টাকার অংকের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও সেইহারে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ছে না।

ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী, শিক্ষা খাতে বরাদ্দ হওয়া উচিত জিডিপির ৬ শতাংশ। তবে বাংলাদেশে ২০১৫ সালে শিক্ষা খাতে ব্যয় ছিল জিডিপির ২.২ শতাংশ মাত্র। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর তুলনায় যা খুবই নগণ্য। শিক্ষা খাতে জিডিপির এই হার আফগানিস্তানে ৪.৬ শতাংশ, ভুটানে ৫.৬ শতাংশ, নেপালে ৪.১ শতাংশ, ভারতে ৩.৯ শতাংশ এবং পাকিস্তানে ২.৫ শতাংশ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির পরিচালক ড. এসএম মোর্শেদ। আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক, ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির পরিচালক ড. শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।